বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক- “রাব্বুল আলামীন”

মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

‘আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন’ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত আমাদের সকলের জন্য ফরজ। ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ সম্পর্কে জানা দরকার। তাই আজ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

প্রথমেই এতটুকু বলা আবশ্যক বলে মনে করছি, যা কিছু বলব, এ কথা গুলো আমার নয়, বক্তব্য আমার নয়, হযরত মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর লেখা তফসীর সূরা ফাতেহা থেকে সংগ্রহ করেছি। আমার হয়ত ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু পুরোপুরি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর লেখা থেকে সংগ্রহ ।

একথাও বলা প্রয়োজন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর তফসীরও হযরত মসীহ মাওউদ (আ) এর নিজের রচনা নয়, হুযূর (আ.) এর গবেষনা লব্ধ নয়। আল্লাহ্ তা’লা হুযুর (আ.) কে যে ঐশী পবিত্র-জ্ঞান দিয়েছেন- তিনি তা বর্ণনা করেছেন।

আপনারা জানেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কোন মাদ্রাসায় পড়া মৌলভী বা মওলানা সাহেব নন। ঐ যুগের সম্ভ্রান্ত বনেদী মুসলমান পরিবারের অভিবাবক গণ তাদের নিজ গৃহে গৃহ- শিক্ষক রেখে কুরআন মজিদ, প্রাথমিক কিছু আরবী ফার্সী পড়িয়ে দিতেন।

হযরত (আ.) কেও সেরকম প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। বাকী ঘটনা আপনারা জানেন, হযরত (আ.) রাত দিন কুরআন পড়তেন, হাদীস পড়তেন, দরূদ পড়তেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহ্ প্রদত্ত।

বিশেষ করে সূরা ফাতেহার তফসীর ইতিপূর্বে কোন দিন কোন আলেম লিখেননি। বহু তফসীর আছে। আপনারা পড়ে দেখুন। সেখানে মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশী কেউ লিখতে পারেননি। পারবেনই বা কেন? ইঞ্জিলে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, সূরা ফাতেহার তফসীর শেষ যুগে মসীহ মাউদ (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রকাশ করা হবে। (দেখুন:ইঞ্জিল,মুকাশেফাত বাব ১০, আয়াত ২)

অতএব হযরত (আ.) সম্পূর্ণ ঐশী বা আল্লাহ্ তা’লা প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে সূরা ফাতেহার তফসীর লিখেছেন এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিখেছেন যে এমন তফসীর অন্য কেউ লিখতে পারবে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সেই তফসীর থেকে “বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন” সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সূরা ফাতেহা কুরআন মজিদের সারাংশ এবং এখানে আল্লাহ্‌র চার সিফাতের উল্লেখ করা হয়েছে : রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহীম, মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। এই চারটিই আল্লাহ্‌র বুনিয়াদী বা মৌলিক সিফাত। সিফাত অর্থ আল্লাহ্‌র গুণাবলী। এ সিফাতগুলো তাঁর সৃষ্টির মাঝে সর্বক্ষণ বিরাজমান বা ক্রিয়াশীল।

আল্লাহ্ তা’লার আসল নাম আল্লাহ্। বাকী সমস্ত নাম তাঁর গুণবাচক নাম। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে.....লাহুল আসমাউল হুসনা। সমস্ত ভালগুণ কল্যাণকর, মঙ্গলময় গুণাবলী আল্লাহ্‌র।

আল্লাহ্‌র মাঝে কোন ত্রুটি বা অশুভ বা সল্পতা বা তার কোন কলঙ্ক নাই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি কখনো কারো থেকে দূরে নন; আবার কারো কাছে নন। ‘লা তাখুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নওম’ তিনি কখনো ঘুম বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৫৬)

এবার রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে বলছি।

আলহামদুলিল্লাহিরাব্বিল আলামীন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন মজিদ ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত সঠিক সত্য তথ্য দিতে পারেনি। এখানে আরম্ভে আলহামদুলিল্লাহ। প্রকৃত অর্থেই

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যত গবেষনা করবেন, যত জ্ঞান অর্জন করবেন, যত বেশী অনুসন্ধান করবেন- বারবার একথাই প্রমানিত হবে যে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রাব্বুল আলামীন। সঠিক তৌহিদও কোথাও নাই। কেবল মাত্র কুরআন মজিদ থেকে একজন মানুষ খাঁটি তৌহিদ কে জানতে পারবে।

আরবী ভাষার বড় বড় অভিধান অনুসারে রাব্ব শব্দ অর্থ বর্ণিত হয়েছে: (১) মালিক-সর্বাধিপতি (২) সৈয়্যদ-নেতা (৩) মুদাব্বির-পরিকল্পনাকারী (৪) মুরুব্বি (৫) কায়েম-সুপ্রতিষ্ঠিত (৬) মুনয়েম-পুরষ্কার দাতা (৭) মুতাম্মিম-পরিপূর্ণতা দানকারী।

মালিক অর্থ সর্বাধিপতি- সবকিছুর সম্পূর্ণ মালিকানা আল্লাহ্‌র, সবকিছুর ওপর তাঁর সার্বক্ষনিক একচ্ছত্র আধিপত্য বা পূর্ণ নিয়ন্ত্রন। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কারোর ওপর অন্য কারো অধিকার নাই। অনেকে একথা বিশ্বাস করে না, আপনাদের অদ্ভুত মনে হলেও এটি চূড়ান্ত সত্য, এটি বুঝতে পারলে আমরা নিরাপদ, আমরা সফল।

রাব্বুল আলামীন এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তিনিই স্রষ্টা। আকাশ সমূহ বা পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর সৃষ্টি। (সূরা আনাম:১৬৫)

এখানে একটু বলে রাখি, একথাগুলো ইতিপূর্বেও এখানে বলেছি- তবুও আবার বলতে হয়। বিশ্বজগত কি? কত বড়? আমাদের পৃথিবী একটি সৌর জগতের একটি গ্রহ মাত্র। আমাদের কেন্দ্র সূর্য। সূর্য ও তার ৮টি গ্রহ, চাঁদ ইত্যাদি মিলে একটি সৌরজগত। এমন কোটি কোটি সূর্য ও সৌরজগত মিলে একটি গ্যালাক্সি। এমন কত লক্ষ বা কত কোটি গ্যালাক্সি আছে, তা জানা নেই। তারপর বলা হয়েছে, এসব গ্যালাক্সি সম্প্রসারিত হচ্ছে-

"এবং আমরা নিজহাতে এই আকাশকে সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী। সবই সম্প্রসারিত হচ্ছে।" (সূরা যারিয়াত; আয়াত ৪৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন গ্যালাক্সিগুলো একদিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একদিকে সরে যাচ্ছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, কোন অজানা জগত রয়েছে, যার আকর্ষণে আমাদের এই বিশ্বজগত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি আল্লাহ্‌র মহাশক্তির বিকাশ। রাব্বুল আলামীন, যিনি এ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রনকারী। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই...

সুতরাং তুমি বারবার দৃষ্টি ফেরাও, তুমি সৃষ্টির মাঝে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। (সূরা মুলক:৪)

অর্থাৎ বিশ্বজগতের কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবে না। রাব্বুল আলামীন লালন পালন করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

রাব্বুল আলামীন এমন একটি পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ কালাম (বাণী), যদি নভোমন্ডলে আরো গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কার হয়, তাহলে সে গুলোও রাব্বুল আলামীনের অন্তর্ভুক্ত হবে। হুযূর (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্‌ ব্যতিত কোন কিছু নাই, যার সৃষ্টিকর্তা এবং লালনকর্তা রাব্বুল আলামীন ব্যতিত কেউ হতে পারে। তাঁর রাবুবিয়্যত বা তাঁর লালন-পালনের পরিধির বাইরে কিছু নাই, সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর রাবুবিয়্যত বা তরবিয়্যতের মধ্যে। রাব্ব্‌ অর্থ- লালন-পালনকারী এবং আমরা এটিকে তরবিয়্যত করা বলি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে পরিষ্কার জানিয়েছেন, সূর্য বা গ্রহ-নক্ষত্র এগুলো নিজেরা কিছুই না। এসবের পেছনে আল্লাহ্‌র মহাশক্তি কার্য্যকর বা ক্রিয়াশীল। তিনি রাতের বেলা চাঁদকে আলোকিত করছেন। দিনের বেলা সূর্যের আলোর সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে ফসল এবং গাছপালাকে সজীব-সতেজ করছেন। ফলফলাদি বা ফসল ফলাচ্ছেন। সৃষ্টির সবকিছু পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, পশু-পাখির জীবন বাঁচাচ্ছেন । আমাদের সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় জ্যোতিষ্ক রয়েছে। কোন কোন নক্ষত্র এত দুরে যে, এখনো তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি। কিন্তু যখনই তিনি ইচ্ছা করেন, তখন একটি নক্ষত্র ধ্বংশ হয়ে যায়। আবার তিনি যখন চান, তখন অপর একটি নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি হয়ে যায়। সৃষ্টির সব ক্ষেত্রে এই ভাঙা-গড়া চলছে। আমাদের পৃথিবী একদিন ছিল না, আবার একদিন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

পৃথিবীকে তিনি জীবন্ত ও চলন্ত রেখেছেন। বৃষ্টি হয়, ফল-ফসল, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, আবার খরা হয়, তখন সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই সব কিছু তাঁরই ইচ্ছামত হচ্ছে। এতে অন্য কারো কোন প্রকার হস্তক্ষেপ নাই। হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রাখে এমন কেউ নাই।

সমগ্র সৃষ্টির মাঝে রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহিম ও মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের তাজাল্লী বা বিকাশ ঘটছে সর্বক্ষণ। এজন্য সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য।

রাব্ব্‌ এর একটি প্রধান অর্থ কোন কিছুকে তার সৃষ্টির সময় থেকে আস্তে আস্তে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং পূর্ণতা দান করা। একটি মানব-শিশু মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহন করে। প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ ভ্রুণ থেকে পূর্ণতা পেয়ে একটি শিশু ভূমিষ্ট হয়। তারপর শিশু বড় হতে থাকে। আস্তে আস্তে সাবালক হয়, তারপর পূর্ণ মানব হয়। তারপর সে বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়, শেষে মৃত্যু বরণ করে। অনুরূপ ভাবে সৃষ্টির সবকিছু। সুতরাং সৃষ্টির আরম্ভ থেকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পূর্ণতা দান করা রাব্বুল আলামীনের কাজ। অতএব আমাদের উচিত তাঁর ইবাদত করা। ইবাদত করাতে আমাদের মঙ্গল। না করাতে তাঁর কোন সমস্যা নাই। তিনি তো আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। সৃষ্টির সকল কিছু তার তসবিহ তাহমিদ করছে। অসংখ্য মানুষ অবশ্যই তাঁর প্রশংসা বা তসবিহ তাহমিদ করছে। যদি কিছু লোক না করে, তাহলে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রাব্বুল আলামীনের রাবুবিয়্যাত সৃষ্টির সবার ক্ষেত্রে এবং এটি অতি সুন্দর সুব্যবস্থা। এর চেয়ে উত্তম কিছু কেউ চিন্তা করতে পারে না। তিনি সকল স্থানের বা অঞ্চলের রাব্ব, তিনি সকল যুগের রাব্ব। সকল কল্যাণ ধারা তাঁরই থেকে উৎসারিত হচ্ছে। তিনিই সকল প্রকারের শারিরীক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। যত প্রকার শরীর বা অস্তিত্ব আছে, তাঁরই কল্যাণে লালিত হচ্ছে। সকল অস্তিত্ব তাঁরই সাহায্যে বা আশ্রয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। তাঁর আশ্রয়ের বা আওতার বাইরে যে যাবে, সে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সকল দেশের সকল জাতির সকল

যুগের মালিক তিনি । কেউ বলতে পারবে না যে সে রাব্বুল আলামীনের সাহায্য কম পাচ্ছে। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষি এবং তিনি সবাইকে যার যা প্রয়োজন তা সবই দিচ্ছেন। এ সিফতের প্রতিফলন সবার জন্য নির্বিচারে সমান। এজন্যই সকল জাতির মানুষের মধ্যে এলহাম এবং মোজেযা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে-

"এমন কোন মানব জাতি বা মানবগোষ্ঠি নাই, যাদের মাঝে নবী আসেনি।"

(সূরা ফাতের:২৫)

এতক্ষণ আমি 'রাব্বুল আলামীন'-জগত সমূহের প্রভু প্রতিপালক সম্পর্কে বললাম। তিনি সব কিছুকে জীবন দান করেন, জীবিত রাখেন এবং সব কিছুর রাবুবিয়্যাত বা তরবিয়ত করেন অর্থাৎ তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান এবং পরিপূর্ণতা দান করেন, যেন সে সুন্দর ভাবে, সফল ভাবে, জীবন যাপন করতে পারে। এটি হোল জাগতিক ভাবে, শারীরিক ভাবে পরিপক্বতা ও পূর্ণতা দান করা, প্রত্যেকে যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে।

তারপরের বিষয় মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দেয়া। এটা হতে পারে না যে তিনি কেবল শারীরিক শক্তি দিয়ে জাগতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করবেন না। কারণ মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। একটু চিন্তা করুন, মানুষ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি না করে, তাহলে সে মানুষ হয় না। মানুষ তো সে, যার মধ্যে মানবীয় গুনাবলী, চারিত্রিক গুনাবলী রয়েছে। জীব-জন্তু ও মানুষের মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, মানুষের মাঝে চারিত্রিক গুনাবলী থাকবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম ধাপ চারিত্রিক গুনাবলী। যেমন মানুষ মানুষকে ভালবাসে। পশুরা এমন নয়।

সুতরাং রাব্বুল আলামীন আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে মানব-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যেমন হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, উলঙ্গ থাকবে না। ঘর বাঁধবে। বিয়ে করবে। রান্না করে খাবে। এর পূর্বে মানুষ অন্য জন্তুর মতই ছিল। এখান থেকে মানব-সভ্যতার আরম্ভ। স্মরণ রাখা দরকার যে, মানুষের চারিত্রিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক ইমামের হাতে তথা নবী-রসুলের হাতে হয়ে থাকে। রাষ্ট্র বা জাতির উন্নতি জাগতিক উন্নতি, যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এর উন্নতি রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা হতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক-উন্নতি আধ্যাত্মিক ইমামের হাতেই হতে পারে।

এখন জানা দরকার 'আলামীন' অর্থ কি? 'আলামীন' আলমের বহু বচন। একটি আলম আর বহু আলম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, আলম শব্দটি বিভিন্ন জাতিসমূহের জন্য, বিভিন্ন যুগের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ রাব্বুল আলামীন সকল জাতি, সকল গোষ্ঠী সমূহের জন্য ব্যবহার হয়েছে। নতুবা অভিযোগ থাকত-; কোন জাতি বা গোষ্ঠী বলত সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতি সুনজর দেননি, সুবিচার করেননি। অতএব, সকল যুগে, সকল দেশের সকল জাতির জন্য তিনি রাব্বুল আলামীন। কখনো কোন কালে, কোন যুগে কোন জনগোষ্ঠী তার তরবিয়তের বাইরে ছিল না। আদম (আ.) এর যুগে বা নূহ (আ.) এর যুগ বা ফেরাউনের যুগ। ফেরাউনের জাতিরও তিনি রাব্ব, হযরত মুসা (আ.) এর জাতিরও তিনি রাব্ব। তিনি আফ্রিকানদেরও রাব্ব। চীনাদেরও রাব্ব।

আলম শব্দ মুলত: ব্যবহার হবে এমন কিছুর জন্য, যার সম্পর্কে খবর হতে পারে, যার সম্পর্কে জানা যাবে, যার অস্তিত্ব আছে এবং যে একজন মহা শক্তিশালী, পরিকল্পনাকারী রাব্ব সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবে, সে আলম। যাকে দেখলে জানা যাবে যে, আল্লাহ্ আছেন, আমরা একে জগত বলি। সৌরজগত, প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগত এমন অনেক জগত আছে। এরা প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আছেন।

আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসার গীত গাওয়া হচ্ছে- আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। হামদ বা প্রশংসাকারীরা সারাক্ষণ তাঁর প্রশংসায় ব্যস্ত। প্রত্যেকে তাঁর প্রশংসারত। যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসায় ডুবে যায়, তাঁর ইবাদতে নিজেকে নি:শেষ করে দেয়, নিজেকে তাঁর মধ্যে বিলীন করে, তাঁর রঙে রঙীন হয়ে যায়, তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে যায়, সে আলম হয়ে যায়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে কুরআন মজিদে উম্মত বলা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আলম বা জগত। কারণ তিনি সর্বক্ষণ যা করেছেন তা সবই আল্লাহ্‌র ইবাদতের পর্যায়ে পড়ে। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্‌র মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, সমগ্র বিশ্বজগত যেমন আলামীন, তেমনই তিনিও আলম এবং তিনি ও তাঁর জামা'ত নিয়ে একটি পরিপূর্ণ আলম। কারণ তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আলামীনের মধ্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহিমা বিকশিত হচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও আল্লাহ্‌র মহিমার বিকাশ ঘটেছে, তাই হুযুর (সা.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম বা একটি জগত। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মাউদ (আ.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম, একটি জগত।

পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীও আলম বা জগত। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম। হযরত মসীহ মাউদ (আ.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম। অর্থাৎ এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমার বিকাশ ঘটেছে। এদের দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের মাঝে প্রধান চার সিফাত রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহীম ও মালেকে ইয়াওমেদ্দীনের বিকাশ ঘটেছে, যেমন বিশ্ব-জগত সমূহের মাধ্যমে তাঁর এই চার সিফাতের বিকাশ ঘটেছে। গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে এর মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রমাণ পাওয়া যাবে । বিশ্ব জগতের সবকিছু আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত, আল্লাহ্‌র মহিমা রত।

এই মৌলিক চার সিফাতের বিকাশ কিভাবে ঘটে বা আঁ হযরত (সা.) ও তাঁর জামা'তের মাঝে ঘটেছে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য বহু ঘন্টা সময় দরকার। আমি অতি সংক্ষেপে ১-২ টি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

মাতৃগর্ভে একটি ভ্রুণ থেকে একটি শিশুর জন্ম হয়। তখন সে বড় অসহায় হয়। রাব্বুল আলামীন তাকে ৩০/৪০ বছর পর বিরাট শক্তিশালী মানবে পরিণত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুকালে এতীম

অসহায় ছিলেন। তারপর আল্লাহ্‌র তৌহিদ প্রচারের কারণে মক্কাবাসী তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় অবস্থান নিলেন। এর নয় বছর পর মক্কা বিজয় করলেন। কাবা গৃহে ৩৬০ প্রতিমা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তৌহিদের বিজয় হোল এবং হুযুর (সা.) আরবের সম্রাট হয়ে গেলেন। এর মাধ্যমে মৌলিক চার সিফাতের বিকাশ ঘটল।

আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মুহাম্মদ (সা.) এর গোলাম কাদিয়ানে একা ছিলেন। অসহায় ছিলেন। ১৮৯০ সনে তৌহিদের পতাকা উড়ালেন। বললেন ঈসা (আ.) মারা গেছেন। আমিই মুহাম্মদী ঈসা। সকল মুসলমান আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন। হিন্দু-খ্রিষ্টান সবাই চরম বিরোধিতা করতে থাকল। কিন্তু কুরআন হাতে নিয়ে কুরআনের মহিমা বর্ণনা করে করে আজ সারা বিশ্বে তৌহিদের ঝান্ডা গাড়লেন। আজ বিশ্বের ২০৪টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর একমাত্র অস্ত্র ছিল কুরআনের জ্ঞান, দোয়া এবং ঐশী নিদর্শন বা মোজেযা। তাঁর আগমন এজন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে মুসলমান হিন্দু, খ্রিষ্টান, সবাই মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছে, চালাচ্ছে। বলা হয়েছে, বলা হচ্ছে । হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তারপর সাহাবায়ে কেরাম তরবারির জোরে জয়ী হয়েছিলেন। জঘন্য এই অপবাদকে দূর করার জন্য এবার হযরত মসীহ মাউদ (আ.) কুরআন বা কুরআনের আলো- আর দোয়া ও মোজেযা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এবং তরবারি ছাড়া কেবল কুরআনের আলো দিয়ে দোয়া ও মোজেযার সাহায্য জয়যুক্ত হয়েছেন।

এতে করে কি আল্লাহ্‌র মহাশক্তির বিকাশ ঘটেনি? এমনি এমনি এত বড় ঘটনা ঘটে গেল? হযরত মসীহ মাউদ (আ.) বলেছেন, কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছিল 'লাহুল হামদো ফিল উলা ওয়াফিল আখেরা'....(সূরা কাসাস:৭১)

রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র কামেল ও পূর্ণমাত্রার প্রশংসা প্রথম যুগে হযরত মুহাম্মদ এর দ্বারা প্রমাণিত হবার কথা ছিল এবং শেষ যুগে তাঁর (সা.) গোলাম হযরত আহমদ (আ.) এর যুগে আবার এমন হবার কথা ছিল। এটি আল্লাহ্‌র তকদীর- কেউ খন্ডাতে পারে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই তফসীরে বলেছেন, প্রচন্ড খরা দেখা দিলে ভূপৃষ্ঠের জল-স্থল শুকে যায়, ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তারপর বৃষ্টি নামে- আবার ভূপৃষ্ঠে জীবন দেখা দেয়। ফসল উৎপাদন হয়- এটি রাব্বুল আলামীনের মহিমা। অনুরূপভাবে রুহানী জগতে গুমরাহী চরম আকার ধারন করলে রুহানী বৃষ্টি নাযেল হয়। সকল নবীগণ এমনই রুহানী বা আধ্যাত্মিক গুমরাহি বা অনাবৃষ্টির পর আধ্যাত্মিক বৃষ্টি নিয়ে এসেছেন। কারণ তিনি আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন, সৃষ্টিজগতের লালন-পালন কর্তা। এভাবে প্রমাণ হয়েছে-

শেষে আবারো বলি, রাব্ব অর্থ যিনি প্রত্যেককে জন্ম থেকে তরবিয়্যত দিয়ে লালন করে তাকে পূর্ণতা পর্যন্ত নিয়ে যান এবং পরিপূর্ণ সাফল্য দান করেন। এটি প্রত্যেক এককের ক্ষেত্রে এবং জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সবশেষে আবার বলব আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]